শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান

শ্রীগৌরাঙ্গজন্মভূমিনির্ণয়সমিতির পক্ষ হইতে
(Registered under Act XXI of 1860)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল, সম্পাদক

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গজন্মভূমিনির্ণয়সমিতি
১৮।১, ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গৌরাঙ্গাব্দ ৪৫২
১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

মূল্য চারি আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভূমি-নির্ণয় সমিতি

এখনও সুদূর আফ্‌গানিস্থান হইতে উৎকল পর্য্যন্ত যাঁহার পবিত্র কীর্ত্তিগাথা ধ্বনিত হইতেছে, বৈষয়িক স্বার্থের দাবদাহে দগ্ধ জগতে যিনি প্রেমের অমৃতশীতল প্রলেপ দান করিয়া গিয়াছেন, জগতে এক মাত্র আত্মনিবেদনমূলক শুদ্ধপ্রেমের পরমশ্রেয়স্কর মহিমাপ্রচারে যিনি চিরশান্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর গৌরব। জগতের দরবারে বাঙ্গালী তাঁহারই প্রদত্ত মহামূল্য ধনে ধনী হইয়া সগৌরবে উন্নতশীর্ষে আজিও দণ্ডায়মান আছে। অকৈতব ভগবৎসেবাই যে জীবের স্বরূপধর্ম্ম এ কথা একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবই মানবজগতে প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি যদি তাঁহার জীবনবার্ত্তা সমগ্র জগতে প্রচার করিতে পারে—পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভ মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একথা যদি জগতকে বুঝাইতে পারে—তবেই বাঙ্গালী জাতির জাতীয়তা সার্থক হইবে। সেই কার্য্যের সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ গৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মস্থান নির্দ্দেশ ও তাঁহার লীলাস্থলের যাথার্থ্য নিরূপণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে বঙ্গদেশের কোন্‌স্থানে এই লোকোত্তর পরমপুরুষ মানবলীলা পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেস্থান আজ লুপ্ত। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক আজিও বাঙ্গালীর

প্রতিভা ঘোষণা করিতেছে। সেই শ্রীরূপ-সনাতন, ভট্টরঘুনাথ শ্রীজীব-গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস প্রমুখ অগণিত পার্ষদগণের কীর্ত্তিধাম —শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধাম দেখিয়া এখনও লক্ষ লক্ষ ভক্তগণ জন্ম সার্থক করেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণের লীলানিকেতন. শ্রীমন্মমহাপ্রভুর অলৌকিক বিপ্রলম্ভ-লীলার শ্রেষ্ঠ স্থান পুরীধাম এখনও সগৌরবে বিরাজিত—কিন্তু বঙ্গদেশের যেস্থান সেই প্রেমাবতার আবির্ভূত হইয়া ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন, যেস্থান "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর ও শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দের" অপূর্ব্ব লীলা ও মধুর সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীবৈকুণ্ঠের মহিমাকেও খর্ব্ব করিয়াছিল সেই ধাম আজ কোথায়? কোথায় সেইস্থান যেস্থান বেদগান অপেক্ষাও পবিত্র ও গম্ভীর মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে দিবারাত্রি মুখরিত হইত? কোথায় সেই স্থল—যে স্থলে শ্রীশচীনন্দনের বাল্যলীলা, দেবতারও লোভনীয় হইয়াছিল—যেস্থলে শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী পরম বাৎসল্যভরে তাঁহাদের নিমাইসুন্দরকে লালন পালন করিতেন? যেস্থলে বিরাজমান থাকিয়া সেই প্রেমময় বিগ্রহ তাঁহার অগণিত শিষ্য ও ছাত্রকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন—যেস্থানে শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই সর্ব্বজনের গতি, সুহৃৎ, ত্রাতা, ও ভর্ত্তার চরণ কমলে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন?

অধিক দিনের কথা নহে মাত্র সাড়ে চারি শত বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই আমরা যদি সেই স্থানকে হারাইয়া ফেলিয়া

থাকি—তবে জগতের লোক কি বাঙ্গালীর নিকট হইতে তজ্জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করিবে না? আমরা কি এমনই অপদার্থ, এমনই অন্তঃসারহীন, এমনই হতভাগ্য হইয়াছি যে আমরা এখনও সেই জগন্মঙ্গল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি নির্ণয়ে উদাসীন—তাঁহার লীলাস্থল উদ্ধারে, তাঁহার পবিত্র লীলাকথা স্মরণের সহায়ক স্থানটি তাঁহার ভক্তগণের লোকলোচন-গোচরীভূত করিবার জন্য এখনও যথাসাধ্য চেষ্টায় পরাঙ্মুখ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদের হৃদয়ের ধন, যাঁহারা তাঁহার পবিত্র রাতুল চরণ অবলম্বন পূর্ব্বক পার্থিব সকল ভোগ ত্যাগ করিয়া কোনওরূপে শ্রীবৃন্দাবনধামে জীবন যাপন করিতেন, সেই শ্রীবৃন্দাবনের ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-ভূমির অভাবের ব্যথা সর্ব্বপ্রথমে জাগিয়াছিল। তাঁহারাই ভিখারী বৈষ্ণব শ্রীব্রজমোহন দাস বাবাজীকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি নির্ণয়ের জন্য বিংশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৩ সালে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিত্তহীন বৈষ্ণবের এই প্রয়াস অঙ্কুরেই নষ্ট হইতে বসিয়াছিল কিন্তু সুখের বিষয় বঙ্গদেশে সত্যসন্ধ গৌরগতপ্রাণ ভক্তের ঐকান্তিক অভাব ঘটে নাই। এইজন্য শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বপ্রচারিণী-সভার সম্পাদক ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আশ্রয়স্থল গৌড়-রাজর্ষি মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করায় এই আন্দোলন আজ সাফল্যের পথে পরিচালিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

সমিতি স্থাপন

১৩৩৪ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখ সোমবারে কাসিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে একটী প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রাণ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল এই সভার উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"যে ভক্তিবাদ বাঙ্গলার একমাত্র সম্পদ এবং যাহার পথ মহাপ্রভু বাঙ্গলার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন সেই বাঙ্গালীদের তাঁহার জন্মস্থান অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা উচিত। বঙ্গীয় সরকারের উচিত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নির্ম্মিত মহাপ্রভুর মন্দির আবিষ্কার করা।"

যাহা হউক ইহার পূর্ব্বে, গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতেও মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ের জন্য একটী শাখাসমিতি গঠিত হয়। ইঁহারাও জন্মভূমি নির্ণয়ের জন্য দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভূপ্রোথিত মন্দির আবিষ্কার করা সমীচীন মনে করিয়া ব্রজমোহন দাস বাবাজীকে পত্র প্রেরণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভুমি নির্ণয়ের জন্য এলবার্ট হলে যে সভা হয় সেই সভার ফলে একটী সমিতি স্থাপিত হয় এবং কাসিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই সমিতির সভাপতি ও গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

এই সমিতির কয়েকটী অধিবেশনে স্থির হয় যে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরাংশে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরবর্ত্তী কালে ভাগীরথীর স্রোতের বিপর্য্যয়ে ঐ স্থান ভাঙ্গিয়া যাইয়া মন্দিরটী ভাগীরথীর স্রোতে পতিত হয়। পরে ভাগীরথীর প্রবাহ অন্যদিকে সরিয়া যাওয়ায় ঐ স্থানে চর পড়িয়াছে। সেই চরভূমির নিম্নেই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহেব মন্দির প্রোথিত। ঐ মন্দির উদ্ধার করিতে পারিলেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণীত হইতে পারে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের ইতিহাস

প্রাচীন ঐতিহ্যমূলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেয়সী শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতেই নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা মহাপ্রভুর একটী বিগ্রহ তাঁহার জীবদ্দশায় নির্ম্মাণ করিয়া উহার আরাধনা করিতেন।

যথা ;— "প্রকাশ-রূপেন নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এব কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপাচ নিষেবতে প্রভুম্॥"

(মুরারিগুপ্তের "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম্" ৪র্থ প্রক্রম, ১৪।৮)
শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদিগের আদিপুরুষ শ্রীবংশীবদনের

সহায়তায় ঐ বিগ্রহ মহাপ্রভুর জন্মভিটায় স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতে থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রিয়শিষ্য বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির ঐ স্থানে একটা কাল পাথরের মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন। কালক্রমে গঙ্গার স্রোতে ঐ মন্দির গ্রাস করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহের সেবাইতগণ ঐ বিগ্রহ লইয়া মালঞ্চপাড়ায় আগমন করেন। পরবর্ত্তী কালে ঐ স্থানে আবার চড়া পড়িলে নবদ্বীপের বড় আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা পরম ভক্ত শ্রীল রামদাস বাবাজীর (ডাকনাম তোতারাম বাবাজী*) ও মালিহাটীর আচার্য্য প্রভুর বংশীয় "পদামৃতসমুদ্র" নামক সুপ্রসিদ্ধ পদগ্রন্থের সংগ্রহকার শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের অনুমোদন ক্রমে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা বীরহাম্বিরের নির্ম্মিত মন্দিরের চিহ্ন স্বরূপ কয়েকখানি কৃষ্ণ প্রস্তর উদ্ধার করিয়া সেই স্থানেই লাল প্রস্তরের নিম্মিত ৬০ ফুট উচ্চ একটা মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহের সেবাইতগণ এই মন্দিরে মহাপ্রভুর বিগ্রহ আনয়ন করিতে অস্বীকৃত হইলে, অগত্যা দেওয়ান বাহাদুর শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও মদনমোহনের বিগ্রহ ঐ মন্দিরে স্থাপিত করিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন*। এদিকে নবদ্বীপের চিনাডাঙ্গার

---

* বাবাজির কথা অতি মিষ্ট ছিল বলিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পরম পণ্ডিত ও ভক্ত বাবাজীকে "তোতারাম বাবাজী" নামে অভিহিত করেন।

* History of the Kandi and Paikpara Raj family pp. 19 & 20.

প্রান্তভাগে গঙ্গাগোবিন্দের অনুরোধে কৃষ্ণনগরের মহারাজার প্রদত্ত দেবত্র ভূমিতে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমহাপ্রভুর সেবাইতগণ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সেবা আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে ঐ স্থানই মহাপ্রভুর বাটী বলিয়া বিখ্যাত।

মন্দিরের প্রমাণ

১। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন তাহার উল্লেখ বঙ্গীয় সরকারের প্রকাশিত টেরিটরিয়াল এরিষ্টক্রেসি অব্ বেঙ্গল (Territorial Aristocracy of Bengal, Chapter VI, Pp 6-7) পুস্তকের কান্দীরাজ-পরিবার সংক্রান্ত বিবরণে বর্ণিত আছে। যথা—

"Gangagovinda Singh built temples at Ram-chandrapore on the very spot near Nadia where Gauranga (Chaitanya) is said to have been born for the worship of Sri Gobinda, Gopinath, Krishnaji and Madanmohon Ji * * * on the First Agrahayana, 1199 B. S."

২। এই মন্দির সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউয়ের বিবরণ এই যে—"Gangagobinda Singh erected a temple over 60 ft. high which was washed away 25 years ago by the river. It was at Ramchandrapore and supplied food to many Fakirs and pilgrims of Vaishnavas." (Calcutta

Review 1846, p 423) অর্থাৎ—"গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ৬০ ফুট উচ্চ যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন তাহা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এই মন্দির রামচন্দ্রপুরে অবস্থিত ছিল তথায় বহু ফকির ও বৈষ্ণব তীর্থযাত্রী গণের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত ছিল।"

৩। ১৮২০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের মুদ্রিত "সমাচার দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক পত্রে দেখা যায়—

"মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। অতএব সে সকল দেব-বিগ্রহের দিগকে নবদ্বীপে রাখিয়া সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছেন। মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহের দিগকে স্ব স্ব স্থানে রাখা যাইবে।"

৪। পরলোকগত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় বিগত ৪০৫ শ্রীচৈতন্যাব্দের (১৮৯০ খৃঃ) ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের পাক্ষিক শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠে লিখিতেছেন—"বৈষ্ণবপ্রবর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় গঙ্গানগরের পশ্চিম অংশে শ্রীরামচন্দ্রপুর নামে একটী নগর পত্তন করিয়া তথায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন নির্ম্মাণ করেন।"

৫। কান্দী ও পাইকপাড়া রাজবংশের ইতিহাসের ১৯।২০ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

"Gangagobinda Sinha built four splendid temples

at Ramchandrapore, on the very spot near Nadiya where Gauranga (Chaitanya) is said to have been born—for the worship of Sri Sri Gopinath, Gobinda, Krishnachandra and Madanmohan Jiu" অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত আছে, নদীয়ার নিকটবর্ত্তী রামচন্দ্রপুরের ঠিক সেই স্থানেই দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ শ্রীশ্রীগোপীনাথ, গোবিন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র ও মদনমোহন জীউর সেবার জন্য চারিটী সুশোভন মন্দির নির্ম্মাণ করেন।"

৬। বঙ্গাব্দ ১২০০ সাল বা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নদীয়ার জজ আদালতে একটী সত্ত্বের মামলায় দুইখানি নক্সা দাখিল করা হয়। উহার "A" চিহ্নিত নক্সায় নবদ্বীপ সহরের উত্তরে গঙ্গার পরপারে একটী মন্দির অঙ্কিত আছে। উক্ত মন্দিরের পার্শ্বে রামচন্দ্রপুর নাম লিপিবদ্ধ আছে।

৭। নবদ্বীপের সুপ্রথিতনামা পণ্ডিত পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

"পাইকপাড়া রাজপরিবারের সুবিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর জন্মভূমিতে ১১৯৯ সালে স্বকীয় অভীষ্টদেব ৺ রাধাবল্লভ জিউর নবরত্ন চূড়াবিশিষ্ট বৃহদাকার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কালক্রমে ঐ মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত ও প্রোথিত হইয়া যায়। পরে ১২৭৯ সালে গঙ্গার ভাঙ্গনে ঐ মন্দির পুনরায় বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে। যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ মন্দির

দর্শন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ বহুলোক অদ্যাপি নবদ্বীপে ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমরাও উক্ত সময়ে গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন বৃহৎ শৃঙ্খলযুক্ত মন্দির নিজেও দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে ঐস্থান নবদ্বীপের বায়ুকোণে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। যন্ত্রের সাহায্যে চেষ্টা করিলেই উক্ত অখণ্ড মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ইতি সন ১৩২৪ সাল তারিখ ৮ই শ্রাবণ,

(স্বাক্ষর) শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন
,, শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি
,, Harikrishna Adhikari
,, Mahendra Nath Bagchi
,, শ্রীঅহিভূষণ কাব্যতীর্থ
,, শ্রীবিনোদলাল গোস্বামী
,, শ্রীতারকব্রহ্ম গোস্বামী
,, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

এতদ্ব্যতীত বহু পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারাও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করেন একথা প্রমাণিত হয়। ঐ মন্দির ১১৯৯ বঙ্গাব্দে (১৭৯১ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয় ও ঠিক ৩০ বৎসর পরে ১২২৯ বঙ্গাব্দে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) ঐ মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত ও পরে প্রোথিত হয়। ঐ স্থানে বর্ত্তমানে চর পড়িয়াছে এবং আজ ১৭ বৎসর হইল ১৩২৬ সালে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের চেষ্টায় ঐ স্থানে "প্রাচীন মায়াপুর" নামে নগর পত্তন হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গজন্মভূমিনির্ণয় সমিতি এই সকল প্রমাণ পাইয়া ঐ স্থানকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া বুঝিতে পারেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সমিতির সভাপতি পরমোৎসাহী গৌড়রাজর্ষি মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পরলোক গমন করায় সমিতির কার্য্যে বাধা পড়ে। তথাপি ব্যক্তিগত ভাবে বহু ভদ্রলোকের প্রদত্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী ঐ চড়ার মাঠে ১৩২৫ হইতে ১৩৩৮ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৭০০ শত কূপ খনন করিয়া মন্দিরের স্থান আবিষ্কার কবিয়াছেন। উহারই সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, ঐ মাঠের সত্বাধিকারী জমিদারদিগের সাহায্যে একটা স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে চারি ভাষায় লিখিত প্রস্তর ফলক সন্নিবিষ্ট হয়*। কিন্তু ইহাতেও লোকের সন্দেহ অপগত হইবার নহে। সুপ্রোথিত মন্দির খনন করিয়া তাহা জনসাধারণের গোচরীভূত না করিতে

---

* ১৯৩০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চারিভাষায় খোদিত প্রস্তর ফলক সমন্বিত একটী স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসে জন্মভূমি নির্ণয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কান্তপ্রিয় গোস্বামী প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি ঐ সময়ে কলিকাতা হইতে ঐ স্থানে ঐ উপলক্ষে গমন করেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কমিশনার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগচি, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন গোস্বামী, রসোড়ার জমিদার পক্ষের নায়েব শ্রীযুক্ত জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহুব্যক্তি ঐ সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে ঐ স্তম্ভ হইতে প্রস্তরগুলি খুলিয়া বেলপুকুরের জমিদারী কাছারীতে রক্ষা করা হইয়াছে।

পারিলে কিছুতেই এই জন্মভূমি নির্ণয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এইজন্য গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে এই জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহোদর ভ্রাতা, গৌরগতপ্রাণ, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় এই সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং "অমৃতবাজার পত্রিকার" শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ দেশপ্রাণ ভক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক কীর্ত্তন-বিশারদ রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সমিতির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন।

গৌরাঙ্গ জন্মভূমির নির্ণয় সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় এই পুস্তিকার পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মন্দির উদ্ধারের প্রয়োজন

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত স্যার যদুনাথ সরকার সি, আই, ই মহোদয় এই মন্দির উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

185, Mohanlal Street,
Calcutta, 4th Feb. 1932.

"From a study of the pamphlets issued by Babu Brajamohan Das on the actual position of that quarter

of Nabadwip in which the saint Chaitanya was born, it seems to me that he has made out a strong case for giving finality to the settlement of the question by locating the now-fallen temple of Dewan Ganga Govind Singh. The excavation of the site where this temple is said by tradition to lie buried, is a work of the deepest concern to Bengal Vaishnavas, and in view of the antiquity and importance of the building. I feel that the Archaeological Department would be justified in declaring it a protected monument and permitting its excavation under its supervision, if private funds are forthcoming for the purpose."

ভাবার্থ—"শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজীর প্রচারিত পুস্তিকাগুলি পাঠ করিয়া আমার মনে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে ভূগর্ভে প্রোথিত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সমস্যার চরম মীমাংসার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। যেস্থানে মন্দির প্রোথিত আছে বলিয়া শুনা যায়, মন্দিরের প্রাচীনতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া ঐ স্থান খনন করা—বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। যদি কেহ টাকা দেন, তবে সরকারী প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণবিভাগ ঐ স্থানটীকে "সংরক্ষিত প্রাচীন মন্দির" রূপে ঘোষণা করিয়া ঐ স্থল খনন করিলেই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করা হইবে।"

ইহার পরে স্যার যদুনাথ গত ১৯৩৬ সালের ২০এ ডিসেম্বর তারিখে লিখিতেছেন—

"মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভূমি-নির্ণয় সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। মহাপ্রভু ঠিক কোন্ ভূমিখণ্ডে অবতীর্ণ হন তাহা একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন; এই প্রশ্নের আধুনিক জগতে স্বীকৃত যুক্তিসঙ্গত প্রণালীতে উত্তর খুঁজিতে হইবে; এরূপ বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক গবেষণায় কোন সৎলোক আপত্তি করিতে পারেন না। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের লুপ্ত মন্দির উদ্ধার করা এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কার্য্য; এই মন্দিরটি প্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ে সাহায্য করিবে এবং বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্বেও যথেষ্ট আলোকপাত করিবে।" ইতি—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের লুপ্ত মন্দিরের উদ্ধার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমিনির্ণয়ের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদের ঐ অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ গত ১৩৩০ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখের পত্রে জানাইতেছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি স্থির করিবার পক্ষে আপনার প্রস্তাবিত গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির যথেষ্ট সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। ঐ মন্দিরের অস্তিত্ব যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারেন তাহার জন্য আপনাদের সচেষ্ট হওয়া বিশেষ দরকার।"

সুতরাং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থানের উপর যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন—খনন করিয়া উহার উদ্ধার সাধন

করিতে পারিলেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নিঃসন্দেহে নিরূপিত হইতে পারে। অতএব এই মন্দির উদ্ধারের প্রয়োজন সর্ব্ববাদিসম্মত।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের এই মন্দিরের স্থান বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের উত্তরাংশে। কূপ খননের দ্বারা ঐ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ স্থানে খনন কার্য্য চালাইতে হইলে সরকারের সাহায্যে ঐ জমি সংগ্রহ (acquire) করিয়া লইতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সমিতির সম্পাদক সরকারী আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের দ্বারা নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পত্র লিখাইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে মন্দিরের ও মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিশবিঘা জমি সংগ্রহ করিতে হইলে তাহার মূল্য ২৯৮৪৲ টাকা বা স্থূলতঃ তিন হাজার টাকার প্রয়োজন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া উহা "প্রাচীন মন্দির রক্ষা আইনের" (Ancient Monument Preservation Act) আমলে আসে না। যদি মন্দির উদ্ধার করা যায় তবে সরকারের অনুরোধে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উহার রক্ষার ভার লইতে পারেন।

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে খনন কার্য্যের জন্য চারি হাজার টাকা ও জমি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রায় তিন হাজার টাকা—মোট সাত হাজার টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে কলুটোলা রাজবাটীর সহৃদয় কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের নিকট হইতে এক হাজার টাকা ও অন্যান্য কতিপয় ভক্তের নিকট হইতে প্রায় এক হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এখনও পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা সংগৃহীত হইলেই জমি সংগ্রহের জন্য

দরখাস্ত করা যাইতে পারে এবং সরকারের সাহায্যে জমি সংগৃহীত হইলে মন্দির উদ্ধারের জন্য খননকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

যাঁহাদের এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য আছে—তাঁহারা অবিলম্বে সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য আমরা বাঙ্গালী জাতির নিকট এই আবেদন পত্র প্রচার করিতেছি। আশা করি, বৈষ্ণব জগতে ও বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে এখনও এরূপ সজ্জনের অভাব হয় নাই, যাঁহারা এই সামান্য টাকা দিয়া বাঙ্গালীর প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি উদ্ধারের ন্যায় সুমহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন।

পরিশিষ্ট

শ্রীধাম মায়াপুর তত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ নামান্তর নদীয়া নগরে ৮৯২ বঙ্গাব্দ, ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্‌গুনী পূর্ণিমা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থের তিনটী নাম। যথা :—

(১) "**নবদ্বীপ** হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥"

—চৈতন্য ভাগবত

(২) "নবদ্বীপ মধ্যে **মায়াপুর** নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥"

—"ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ"।

"চৌদ্দশত সাত শক জন্মাব্দের ক্রম।"

—চৈতন্য চরিতামৃত

(৩) "জয় জয় রব হৈল **নদীয়ানগরে**।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥"

(বাসুদেব ঘোষ)

২

অন্তর্দ্বীপ বা নবদ্বীপের মধ্যে মায়াপুর অবস্থিত। এই স্থান নির্ণয় করিতে ইতিহাস, বৈষ্ণব সাহিত্য ও জনশ্রুতি সাহায্য করে।

(১) শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হুসেন সাহ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অধীন নবদ্বীপের বিচারক চাঁদকাজীর সহিত শ্রীচৈতন্য দেবের সংঘর্ষ হইয়াছিল। মহাপ্রভু উক্ত চাঁদকাজীকে শাসন করিবার সময় হরিনাম কীর্ত্তন সুপ্রচারিত হয়। চাঁদকাজীকে মহাপ্রভু নিজ মতে আনিয়াছিলেন। এই সংঘর্ষ উপলক্ষে "চাঁদকাজির বাড়ী" এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ভিন্নস্থলে অবস্থিত, ইহা স্পষ্ট জানা যায়।

(২) মহাপ্রভুর জন্মকাল হইতে এ পর্য্যন্ত গঙ্গার গতির পরিবর্ত্তন আলোচনা করিয়া তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ ও তদন্তর্গত মায়াপুর কোথায়, তাহা জানা যায়।

(৩) মহাপ্রভুর সময়ের ও তাঁহার পরের বৈষ্ণব-সাহিত্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ে প্রমাণ দিতেছে।

(৪) ইংরাজের রাজত্বকালে নবদ্বীপের বিবরণে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতেও মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সংবাদ নিঃসংশয়রূপে পাওয়া যায়।

(৫) প্রাচীন জনশ্রুতি মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

এই পাঁচটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা নিম্নে বিবৃত হইল। যথা :—

চাঁদকাজী শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনে বাধা দিলে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শাসন করিতে নিজ গৃহ নবদ্বীপ হইতে যে যে পথে কাজীর বাড়ী গিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ও "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে এবং উদ্ধবদাসের "পদে" পাওয়া যায়।

নবদ্বীপের সংবাদ রাজা বল্লাল সেনের (১১১৯—১১৬৯ খৃঃ) সময় হইতে পাওয়া যায়। উক্ত বঙ্গাধিপ গঙ্গাবাসার্থ নবদ্বীপের নিকট রাজধানী স্থাপন করেন। যথা

"মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নুনগর উত্তরে করয়ে বাসস্থান॥
নিজ প্রিয় নিবাস বল্লালনগর।
দেখ যার পূর্ব্বতট নবদ্বীপোত্তর॥"—"কুলকারিকা"।

রাজা বল্লালের সময় নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালনগর অবস্থিত ছিল। তখন নবদ্বীপ ও বল্লালনগরকে গঙ্গা পৃথক্ করিয়াছিলেন। সেই সময় নবদ্বীপ "দ্বীপ-পুঞ্জ" ছিল, অর্থাৎ ইহার চতুর্দ্দিকে জল ছিল। যথা :—

"কহেন রাজা কাহার কোথা অভিলাষ।
নব নব দ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপে প্রকাশ॥" "কুলকারিকা"

বল্লালের সময়ে এই নবদ্বীপের অপর নান "অন্তর্দ্বীপ" ছিল। যথা :—

"নিজ সভাসদে দিল নবদ্বীপে (অন্তর্দ্বীপে) ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস কিম্বা দ্বিজেতর॥" (ঘটকপ্রবর নূলোপঞ্চানন)

অন্তর্দ্বীপ সম্বন্ধে "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থের প্রমাণ, যথা :—

"কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম॥"—ভঃ রঃ ১২তঃ

অন্তর্দ্বীপের অপর নাম আতোপুর, যথা :—

"ওহে শ্রীনিবাস এই আতোপুর.স্থান।
বহুকালাবধি লুপ্ত হইল এই গ্রাম॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার।"

ভঃ রঃ ১২ তঃ।

নয়টী দ্বীপের সমষ্টিকেও নবদ্বীপ বলে। যথা :—

"গঙ্গার পূর্ব্ব-পশ্চিমে দ্বীপ নয়।
দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্য দ্বীপ এই চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ, এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥" ভঃ রঃ ১২তঃ

গঙ্গার পূর্ব্বে চারিটী দ্বীপ। যথা :—১ অন্তর, ২ সীমন্ত, ৩ গোদ্রুম ও ৪ মধ্যদ্বীপ।

গঙ্গার পশ্চিমে পাঁচটী দ্বীপ। যথা—১ কোল, ২ ঋতু, ৩ জহ্নু, ৪ মোদদ্রুম ও ৫ রুদ্র দ্বীপ।

প্রাচীনকালে (শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে ১৪৮৬—১৫৩৩ খৃঃ) ভাগীরথী নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া অন্যান্য ভূমি হইতে ইঁহাকে পৃথক্ রাখিয়াছিলেন, যথা :—

"——নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান"॥ ভঃ রঃ ১২তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভবন হইতে "অলকানন্দা" ও "গঙ্গা" স্নানের সুযোগ ছিল বলিয়া কবি জয়ানন্দের বর্ণন। যথা :—

১। "অলকানন্দার জলে, স্নান করি কুতূহলে,
নিত্য হরিনাম জপিও।"

২। "প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিও।"

উপরি উক্ত পদগুলি দ্বারা অবগত হওয়া যায়,—গঙ্গা ও গঙ্গার শাখারূপে

অলকানন্দা নবদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। এই অলকানন্দা, অন্তর্দ্বীপ (অথবা আতোপুর) ও সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়াকে পৃথক্ করিতেছেন।

রাজা লক্ষ্মণের (১১৬৯-১১৯৯ খৃঃ) সময় বল্লালনগরের আশপাশে ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা, ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছিলেন।

যথা :—"নবদ্বীপে যদা রাজা (লক্ষ্মণ) কৈল বাস।
তদা গঙ্গাবাসে বসে দ্বিজ আশপাশ ॥
সদাচার রাখিবারে কর তথা স্থিতি।
বিদ্যা ব্রহ্মণ্যের হৌক আদর্শের ক্ষিতি ॥"
"কুলকারিকা"।

রাজা লক্ষ্মণ সেনকে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি পরাজিত করিবার পরে, হিন্দুরাজ্য চিহ্ন সম্যক্ প্রকারে লোপ করা হইয়াছিল, এবং (রাজা বল্লাল ও লক্ষ্মণের রাজধানী) "বল্লালনগর" যবন নগরে পরিণত হইয়াছিল। হস্তগত বল্লাল-নগরে সেই অবধি, ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদের জাতীয়কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য (১) কাজিপাড়া (২) মিঞাপাড়া এবং (৩) মোল্লাপাড়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া "ইস্‌লামপুরের জমি" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুকীর্ত্তিগুলিও বিলুপ্ত হয়। উক্ত গ্রামসমূহ সেই সময় হইতে জমিদারীর চিঠা ও তৌজিগুলিতে বরাবর ইস্‌লামপুরের জমি লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। যথা :—

"যে কালে লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে। ভুল
হিন্দুরাজ্য শেষ হৈল যবনের বলে ॥" (কুলকারিকা)

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের পূর্ব্বকাল হইতেই বল্লালনগরস্থ রাজা বল্লালের দীঘি (যাহা এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে) তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলি যবনপল্লীরূপে নামাঙ্কিত ছিল ও আছে। যথা :—কাজীপাড়া, মোল্লাপাড়া ও মিঞাপাড়া। বল্লালদীঘির ঈশান কোণে কাজীপাড়া। বল্লালদীঘির নৈঋত কোণে মিঞাপাড়া,

মিঞাপাড়ার পূর্ব্বদিকে ও কাজীপাড়ার দক্ষিণে মোল্লাপাড়া অবস্থিত। কাজী-পাড়াতে চাঁদকাজীর বাসস্থান। চাঁদকাজীর বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বাস করিতেছেন। (কিন্তু উক্ত চাঁদকাজীর বংশধরগণ নানা কারণে বাধ্য হইয়া গত ১৯৩৬ সালে "চাকদহে" বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন)

চাঁদকাজীর বাড়ীর উত্তরে সিমলাদেবীর পীঠস্থান এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা সিমুলিয়া নামে বিখ্যাত। প্রতি বৎসর শ্রাবণমাসের শেষ শনিবারে এই পীঠস্থানে "সিমলাদেবীর" পূজা আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে।

চাঁদকাজীর বাড়ী কাজীপাড়ার নিকট এক পল্লীর নাম মিঞাপাড়া। বৈষ্ণবগ্রন্থে চাঁদকাজীর বাড়ী ও স্থানের নাম "সিমলিয়া" বা "সীমন্তদ্বীপ" নামে বর্ণিত আছে।

যথা,— "নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।" (চৈতন্য ভাগবত)
"ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
দেখ এই সিমলিয়া গ্রাম শোভাময়॥
পূর্ব্বে এ সীমন্ত দ্বীপ বিখ্যাত জগতে।" (ভক্তি রত্নাকর ১২ তঃ)

উক্ত কাজীর বাড়ীর নৈঋৎকোণবর্ত্তী প্রাচীন সরোবর (বল্লালদীঘি) আজ পর্য্যন্ত রাজা বল্লালসেনের নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। উপরি উক্ত মিঞাপাড়া এই বল্লালদীঘির দক্ষিণতীরে বিদ্যমান হেতু, উহা চাঁদকাজীর সমসাময়িক একটি প্রাচীন পল্লী, উহা সিমুলিয়ার অন্তর্ভুক্ত স্থান। উহা গঙ্গাগর্ভে পতিত না হইয়া অখণ্ডিত অবস্থায় আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সিমুলিয়া অন্তর্ভুক্ত "মিঞাপাড়া" এবং অন্তর্দ্বীপ অন্তর্ভুক্ত "মায়াপুর" দুইটী পৃথক পৃথক্ স্থান। উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধান হইতেছে একক্রোশ। এই মিঞাপাড়া,

কাজীপাড়া ও মোল্লাপাড়ায় শ্রীচৈতন্যদেব নিজ জন্মস্থান মায়াপুর হইতে কাজীদলন করিতে আসিয়াছিলেন।

কাজীদলন করিতে মহাপ্রভু যে যে পথ দিয়া যাত্রা করিয়া, দলনের পরে, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সেই স্থানের উল্লেখের সহিত "শ্রীচৈতন্য ভাগবত", "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" ও উদ্ধবদাস ঠাকুরের বর্ণনার সাম্য আছে। শ্রীউদ্ধব দাসের অপ্রকাশিত দুইটী পদের বর্ণনায় "ভক্তিরত্নাকরের" কথিত স্থান হইতেও অধিক স্থানের উল্লেখ আছে। শ্রীউদ্ধব দাস শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়া ইঁহার বর্ণনা সর্ব্বমান্য। শ্রীউদ্ধব দাসের বর্ণনা ঃ—

১। "যে দিনেতে গৌরহরি, কাজীরে দলন করি,
নবদ্বীপে করিলা ভ্রমণ।
চারিঘাট উত্তরিয়া, গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া,
পরে জলাশয় সুশোভন॥
জলাশয় ঐশান্যেতে, চাঁদকাজী করে স্থিতে,
সিমুলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজীরে দলন করি, ভক্তসঙ্গে গৌরহরি,
দক্ষিণ দিশা করিলা গমন॥
সংকীর্ত্তনে মত্ত হই, শঙ্খ তন্ত পল্লী দুই,
মনানন্দে করিয়া ভ্রমণ।
শ্রীধরের গৃহ হৈয়া, গাদগাছা, মাজিদা দিয়া,
পশ্চিমদিশা পারডাঙ্গা স্থান॥
তাহার উত্তর দিয়া, রাজ-পণ্ডিতের গৃহ হৈয়া,
ভক্তগণে মহাসুখী করি।
বায়ুকোণে কিছুদূরে, গঙ্গার দক্ষিণতীরে,
নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি॥

উত্তরেতে নিজ ঘাট, তার পূর্ব্বে মাধাইর ঘাট,
নিকটেতে শ্রীবাস ভবন।
তাহার ঐশান্য কোণে, বারকোণা ঘাট নামে,
যাঁহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম ॥
তার উত্তরে কিছু দূরে, নগরিয়া ঘাটবরে,
তার উত্তরে গঙ্গানগর গ্রাম।
এ উদ্ধব মন্দমতি, শোধিতে আপন মতি.
নগর ভ্রমণ বিরচিল গান ॥" (দিগ্‌দর্শন)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব—নদীয়া নগর হইতে সিমলিয়ায় চাঁদকাজীর বাড়ী যাতায়াত কালীন কীর্ত্তনমণ্ডলীসহ "অলকানন্দার" সেতু উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া উদ্ধব দাসের অন্য পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। যথা :—

"অলকানন্দার কূলে, নাচে গোরা বাহু তুলে
পদভরে ধরা টলমল।
সেতু হইলা শ্রীঅনন্ত, দেখিলেন ভাগ্যবন্ত,
অতিক্রান্ত কীর্ত্তন মণ্ডল ॥"

উপরি উক্ত পদাবলী পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গা,—গৌরাঙ্গের বাড়ীর উত্তর দিয়া পশ্চিমবাহিনী এবং অলকানন্দা,—গৌরের বাড়ীর পূর্ব্ব দিয়া দক্ষিণ বাহিনী রূপে প্রবাহিতা ছিলেন।

মায়াপুর সম্বন্ধে অন্যপ্রমাণ নিম্নে উল্লিখিত হইল :—মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নাম "নবদ্বীপস্থ মায়াপুর"। ইহা অন্তর্দ্বীপ বা আতোপুরের অন্তর্গত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মায়াপুরের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ওরফে পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম বিরচিত "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপ্রভুর

তিরোভাব ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। ঘনশ্যামের সময় আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

মহাপ্রভুর জন্মের ১২১ বৎসর পরে ভবানন্দ মজুমদার নদীয়া কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজা মানসিংহের চেষ্টায় দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে নবদ্বীপাদি চতুর্দ্দশ পরগণার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তদবধি বর্ত্তমান ১৯৩৭ খৃঃ পর্য্যন্ত উঁহারা পুরুষানুক্রমে ৩৩১ বৎসর নবদ্বীপের জমিদারী ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। উক্ত রাজবংশের প্রদত্ত বহু দেবত্র ও ব্রহ্মত্র অদ্য পর্য্যন্ত নবদ্বীপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত রাজবংশতিলক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে নদীয়ার জমিদারীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম পার বর্দ্ধমান ও পাটুলির জমীদারদিগের, এবং পূর্ব্বপার কৃষ্ণনগর-রাজ জমিদারীভুক্ত হয়। গঙ্গা নবদ্বীপের পশ্চিমে, জাননগরের পূর্ব্ব দিয়া, নদীয়া ও বর্দ্ধমান জিলাকে পৃথক্ করিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই গঙ্গার পরিচয় ভারত চন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে," যথা :—

"রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥"

অদ্যাবধি এই খাল "ভাগীরথীখাল" নামে দুই জিলার সীমা রক্ষা করিতেছে। ই-আই, আরে-র নবদ্বীপ রেলষ্টেশন উক্ত ভাগীরথী খালের পূর্ব্বতীরে আছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১৭-১৭৮৩খৃঃ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর তিনবৎসর পূর্ব্বে, তিনি ১১৮৭ বঙ্গাব্দে বা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, বর্ত্তমান সময়ের ১৫৭ বৎসর পূর্ব্বে, (১) শ্রীরামভদ্র শিরোমণি নামক জনৈক বৈদিক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতকে ব্রহ্মত্র দান করেন। উক্ত দানপত্রে উল্লেখ আছে :—

"নবদ্বীপের উত্তরে বৈদিক পল্লীতে তোমার বাটী গঙ্গানিমগ্ন হওয়াতে

"দেওড়া পাড়ায়" বাসের অধিকার দেওয়া গেল।" (এই দানপত্র উক্ত পণ্ডিতের বংশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে)। এই বৈদিক পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈদিক শ্রেণীভুক্ত শ্রীল জগন্নাথমিশ্রের পুত্ররূপে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন।

উক্ত রাজার (২) অন্য ব্রহ্মত্র দলিলে নবদ্বীপ-বুড়াশিবতলা নিবাসী জনৈক বৈদিক সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণকে ভুমিদান সময় এরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন:—

"বৈদিক পল্লীতে ৺গৌরাঙ্গ প্রভুর স্নানের ঘাটের নিকট তোমার বাড়ী গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় নদীয়ার চিনাডাঙ্গায় তোমার বাসের অধিকার দেওয়া গেল।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত নদীয়ার শ্যাম চৌধুরীর ১৭৫২খৃঃ (৩) একখানি দলিলে লিখিত আছে,

"জানগরের ঘাটের দক্ষিণ ১৩/০ বিঘা জমি দেওয়া গেল।"

(৪) কৃষ্ণনগর রাজ-ষ্টেটের প্রজা উক্ত শ্যাম চৌধুরীর ২য় দলিলে ঐ ১৭৫২খৃঃ তরফ নদীয়ার মৌজে উমাপুর, মহিশাউরা ও দেওয়ানগঞ্জ ভাগীরথীর পূর্ব্বকুলে অবস্থিত ছিল, জানা যায়। এই প্রজার দলিলে পলাশীর উল্লেখ দেখা যায়। পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই দলিল বলে শ্যাম চৌধুরী রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের প্রজা হন। শ্যাম চৌধুরীর উপরি উক্ত দুখানি দলিলের তারিখ ১১৫৯ বঙ্গাব্দ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ। তৎকালে নবদ্বীপ সহর ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত থাকিলে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ কখনই কৃষ্ণনগর রাজাদের জমিদারীভুক্ত হইত না।

এই সকল দলিলের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উক্ত বৈদিকপল্লী গঙ্গাগর্ভস্থ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গগৃহ গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছিল। সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ মালঞ্চপাড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই মালঞ্চপাড়ায় শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জনক শ্রীসনাতন মিশ্রের বাসভূমি ছিল, এখনও সেই পতিত ভিটা বর্ত্তমান আছে। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির শ্রীগৌরজন্মস্থানে কালপাথরের মন্দির নির্ম্মাণ

করেন। ঐ মন্দিরে, উপরিউক্ত গৌর-বিগ্রহ সেবিত হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থানান্তরিত হইবার সময় উক্ত মন্দিরের কপাটের নিম্নস্থ এক খণ্ড লম্বা পাথর মালঞ্চপাড়ায় আনীত হয়। তদনন্তর উক্ত বিগ্রহ ও প্রস্তরখণ্ড, বর্ত্তমান নবদ্বীপের মহাপ্রভুর পাড়ায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীল তোতারাম বাবাজীর চেষ্টায় আনীত হয়। সেই প্রস্তর অদ্যাবধি মহাপ্রভুর নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীন মন্দিরের কপাটের নিম্নে রক্ষিত আছে।

উক্ত তোতারাম বাবাজী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সমসাময়িক লোক ছিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত, ইংরাজ সরকারের প্রাচীন দলিল, চিঠা-তৌজীর সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। বিভিন্নসময়ে মোকদ্দমার কাগজ পত্র ও দলিল প্রভৃতি যাহা আদালতে পেশ করা হইয়াছিল তাহার সাহায্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান মায়াপুরের নির্দ্দেশ নিঃসন্দেহে করা যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে (১৭৫৭ খৃঃ-১৯৩৭ খৃঃ) ১৮০ বৎসরে যে সকল জরিপ ও ম্যাপ ইংরেজ গভর্মেণ্টের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের উত্তরভাগে দেড় মাইল প্রশস্ত ভূমি খণ্ড গঙ্গা নগ্ন হয় ও তাহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভবনও লুপ্ত হয়।

(১) মেজর রেণেলের ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের একাদশ বর্ষ ব্যাপী কার্য্য বিবরণী, যাহা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে, "Rennel 1788 Memoir of a Map of Hindustan" নামে মুদ্রিত হইয়াছে, উহা হইতে জানা যায় য,—সেই সময় "নদীয়া-নগরের" দেড় মাইল পরিসর বিশিষ্ট স্থান জলাঙ্গী নদী ও গঙ্গার বিষম স্রোতে ধ্বংস ও বিলীন হইয়াছিল। উক্ত বিবরণীর ২৮৩ পৃষ্ঠার ৮-১৪ পংক্তি :—

"During eleven years of my residence in Bengal the

outlet or head of the "Zellinghy" river, was gradually removed 3 quarters of a mile further down, and by two surveys of a part of the ancient bank of the Ganges, taken about the distance of a year from each other, it appeared that the breadth of an English mile and a half had been taken away."

রেণেলের ম্যাপে নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে নিদয়া ঘাট (Nidaya Ferry), এ ঘাটের প্রবাহিত গঙ্গার দক্ষিণ তীরে তরফ নদীয়া (Turruf Nuddea) বলিয়া উল্লেখ আছে। গঙ্গার উত্তর তীরেও জলাঙ্গী (বা খড়ে) নদীর মিলন স্থানের উত্তরে বাগোয়ান (Bagwan) পরগণা বর্ণিত হইয়াছে। নদীয়ার পূর্ব্ব-উত্তর কোণে গঙ্গার সহিত জলাঙ্গী মিলিত, ম্যাপে দেখান আছে। ঐ ম্যাপে নদীয়া সহরের একটী পাড়ার নাম পারডাঙ্গা বলিয়া উল্লেখ আছে। উক্ত ম্যাপে নদীয়ার পশ্চিমে গঙ্গার স্রোত যাহা দেখান হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ ভরাট হইতেছে ও পূর্ব্ব দিকে গঙ্গা প্রবলতরা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন।

(২) ১৭৮৮ খৃঃর পরে "The Map of the Rivers of Bengal" মুদ্রিত হয়। ইহাতে 'নদীয়া নগর', জলাঙ্গী ও গঙ্গার মিলন স্থানের পশ্চিম তীরে ও প্রবাহিতা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে চিহ্নিত আছে।

(৩) ১২০০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৩ খৃঃর একখানা নক্সায় "তরফ নদীয়ার" উত্তর ও পূর্ব দিগে স্রোতস্বিনী গঙ্গা দেখা যায়। ঐ ম্যাপে নদীয়ার ঈশান কোণে গঙ্গা, জলাঙ্গী (বা খড়ে) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল, জানা যায়। ঐ খড়ে নদীর উত্তরে ও গঙ্গার ঈশানকোণে মিজ্রাপুর, বল্লাল দীঘি, ভারুইডাঙ্গা ও রুদ্রপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলি বাগোয়ান পরগণার মধ্যে অবস্থিত। ঐ নক্সায় রুদ্রপাড়ার দক্ষিণে একটী মন্দির অঙ্কিত আছে, যাহার পার্শ্বে "রামচন্দ্রপুর" নাম লিপিবদ্ধ আছে।

(৪) ১৭৯৬ খৃঃ সার্ভেয়ার কোলব্রুকের ম্যাপে জানা যায় :—

(ক) গঙ্গা খড়েনদীর মিলন স্থানের পশ্চিমে নদীয়ানগর অবস্থিত।

(খ) জলাঙ্গীনদীর উত্তরে বল্লালদীঘি ও বামুনপুকুর চিহ্নিত আছে।

(৫) ১৮৪০ খৃঃ নদীয়া কালেকটারির জরিপি ৪১নং নক্সায় জানা যায় যে, মিঞাপুর, বল্লালদীঘি, মোল্লাপাড়া সারবন্দী অবস্থায় রহিয়াছে। মৌজা মিঞাপুরের পশ্চিমে শ্রীনাথপুর নামে মৌজা আছে। মিঞাপুর ও শ্রীনাথপুর মৌজার মধ্য ভাগে যে খাল রহিয়াছে, উহা "জলকর দমদমার খাল" বলিয়া উল্লিখিত।

(৬) ১৮৪৮ খৃঃ নদীয়া কালেকটারির চিঠায় মিঞাপুর বাসী মিঞাজান মণ্ডলের নাম আছে।

(৭) ১৮৫৪ খৃঃ স্মাইথের ম্যাপে গঙ্গা ও জলাঙ্গীর মিলনের পশ্চিমে নদীয়ানগর দেখা যায়। এবং জলাঙ্গীর উত্তরে বল্লালদীঘি, ভারুইডাঙ্গা, শ্রীনাথপুর। ঐ ১৮৫৪ সালের রেভিনিউ সার্ভের ম্যাপে (Meanpur) মিঞাপুর, মোল্লাপাড়া, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা ও বামন পুকুর উল্লেখ আছে।

(৮) ১৮৮৬ খৃঃ :—Village Directory of Nadia (পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত) পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠে, (Mouza "Meyapur," P. O. Belpukur.) ঐ পুস্তকে, (নবদ্বীপ—বালুচর—নদীয়া, পোঃ নদীয়া) বলিয়া উক্ত আছে।

(৯) ১৮৮৭-১৯১৩ খৃঃ—পুলিয়ার কৃত পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ম্যাপে পাই :—(ক) গঙ্গা-জলাঙ্গী মিলন স্থানের পশ্চিমে নদীয়া নগর,

(খ) জলাঙ্গীর উত্তরে বল্লালদীঘি, ভারুইডাঙ্গা, বামুনপুকুর।

(১০) ১৯১০ খৃঃ—District Gazetteer of Nudia (by Garret I. C. S.) পৃ ১৮৩ :—"The people point to the middle of the stream as the spot where Chaitanya was born."

(১১) ১৯২০ খৃঃ :—সার্ভেয়ার জেনারেল Ryder's map খানায় আছে, গঙ্গা ও জলাঙ্গীর মিলন স্থানের পশ্চিমে নবদ্বীপ নামান্তর নদীয়া নগর। জলাঙ্গীর উত্তরে মিঞাপুর (Miapur)। মিঞাপুরের পূর্ব্বদিকে বল্লালদীঘি। বল্লালদীঘির পূর্ব্ব দিকে মোল্লাপাড়া। মোল্লাপাড়ার উত্তর দিকে বামুন পুকুর। মিঞাপুরের পশ্চিমে শ্রীনাথপুর। ইহার পশ্চিমে ভারুইডাঙ্গা। ইহার পশ্চিমে রুদ্রপাড়া মৌজা। ঐ রুদ্রপাড়ার দক্ষিণে একটী খেয়াঘাট আছে, ইহাই নিদয়া ঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

(১২) ১৯২৯ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর,—(ক) সার্ভেয়ার জেনারেল Ryder's কৃত উপরি উক্ত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ম্যাপে বর্ণিত "Miapur" ও

(খ) ১৮৮৬ সালে ডাকবিভাগের মুদ্রিত, উপরের (৮) দফার "ভিলেজ ডাইরেক্টরী অফ নদীয়া" পুস্তকের বর্ণিত "Meyapur" নামটী পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত গ্রামে শ্রীমায়াপুর ("Sree Mayapur") নামে একটী পোষ্টাফিস ডাকবিভাগ দ্বারা বিগত ১লা ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (নদীয়া কালেক্টারীর ১৮৪৮ সালের চিঠার ৫৪৭ নং খাসের ২৮ দাগে ঐ গ্রামের নাম ও বাসিন্দা সম্বন্ধে,—"মিঞাজান মণ্ডল, সাকিন মিঞাপুর" বলিয়া রেকর্ডভুক্ত দেখা যায়।)

(১৩) ১৯৩৫ খৃঃ :—খাসমহালের জরিপবিবরণ :—(খাসমহালের চড়া ভূমি "চর নিদয়া" নামে নবদ্বীপের উত্তরে স্থিত। উহাই "**প্রাচীন মায়াপুর**" ও "**শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থানের মাঠ**", (ইহা নবদ্বীপ-মিউনিসিপলিটীর এলাকাভুক্ত) বলিয়া, উক্ত জরিপের ফাইলে লিপিবদ্ধ আছে।

গঙ্গার প্রবাহ,—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত (৪৫২ বৎসর সম্বন্ধীয়),—

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময়ে (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃঃ) গঙ্গা নদীয়া নগরের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ সময় একটী গঙ্গা শাখা—"অলকানন্দা" নামে. নদীয়া নগরের পূর্ব্ব দিয়া দক্ষিণ বাহিনী অবস্থায় প্রবাহিত থাকিয়া "সাত কুলিয়ার" ঈশানকোণে পুনর্ব্বার গঙ্গায় মিলিত ছিল। জলাঙ্গীনদী (বা "খড়ে") মাজিদার দক্ষিণে অলকানন্দার সহিত মিলিত ছিল। উভয় নদীর সঙ্গম এখন "হংসবাহনবিল" নামে পরিচিত। পরে, খড়েনদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বরূপগঞ্জের উত্তরে, বর্ত্তমান প্রবাহিতা গঙ্গার সহিত মিলিত রহিয়াছে। খড়েনদীর গতির পরিবর্ত্তন জন্য অলকানন্দা ভরাট হইয়া অলকানন্দার খাল নামে এখনও বর্ত্তমান আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে প্রবাহিতা গঙ্গা ও প্রবাহিতা অলকানন্দার মধ্যবর্ত্তী স্থান অষ্টক্রোশী "নদীয়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যথা:—

"নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহ কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয়॥"—"ভক্তিরত্নাকর", ১২ তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গের ২৪—২৯ বৎসর বয়সের সময় উপরি উক্ত অষ্টক্রোশী "নদীয়ার" চতুর্দ্দিকে চারিটী পারঘাটের সংবাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে। যথা:—

১। শ্রীগৌরাঙ্গ, নদীয়ার উত্তরদিকে যে ঘাটের উপর দিয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কাটোয়ায় সন্ন্যাস করিতে গিয়াছিলেন, ঐ ঘাটের নাম "নিদয়া" ঘাট বলিয়া পরিচিত হয়। যথা,—

"গঙ্গায় হইয়া পার শ্রীগৌর সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক নগর॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ)

"তবে সবে পার ঘাটে দৌড়িয়া যাইল।
নেয়েরে ডাকিয়া তথা কহিতে লাগিল ॥
ওহে নেয়ে পার হঞা গেছে কি নিমাই।
নেয়ে কহে ভোরে ভোরে যাইল গোসাই ॥
তবে সবে কপালেতে করি করাঘাত।
জাহ্নবীরে ডাক দিয়া কহে এক বাত ॥
'ওরে দেবি নিরদয়া হইয়া যেমন।
নিমাঞে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ ॥
তেঁই আজ হৈতে তোর নিরদয়া নাম।
অবনী ভরিয়া লোক করিবেক গান ॥
আর তোর এ ঘাটের নাম আজ হৈতে।
নিরদয়া ঘাট হইল জানিহ নিশ্চিতে ॥"

("বংশী-শিক্ষা" চতুর্থোল্লাস)

২। নদীয়া নগবের পূর্ব্ব দিকে (অলকানন্দা ও জলাঙ্গী মিলনের) প্রশস্ত নদীর উপর দিয়া "ফুলিয়া-শান্তিপুরে" যাইয়া নবীন সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে নবদ্বীপবাসিগণ নদী পার হইয়াছিলেন। যথা,—

"এসব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সর্ব্ব লোক হর্ষ হইয়া ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১ম অঃ)

৩। নদীয়া নগরের পশ্চিমের পারঘাটে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যানগরে বিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে সন্ন্যাসীরূপী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে দর্শন করিতে অসংখ্য নদীয়াবাসীর মিলন হইয়াছিল। যথা,—

ঠাকুর থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে।
পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতূহলে॥
নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিগে হইল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলা ন্যাসিচূড়ামণি॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ)

৪। নদীয়া নগরের দক্ষিণ দিকের পারঘাট দিয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া "কুলিয়া" গ্রামে (সাতকুলিয়ায়) মাধবদাস বিপ্রের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিতে নদীয়া-বাসীর সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া "চৈতন্য ভাগবতের" অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে সংবাদ পাওয়া যায়। যথা,—

"নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ
বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিলা বচন॥
চৈতন্য গোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥
সর্ব্বলোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে।
সেইক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে॥

সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনিমাত্র সর্ব্ব লোকে মহানন্দে ধায়॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলাকোলি করি সভে করে হরিধ্বনি॥
খেয়ারীর কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত কত হাট বা বসিল ততক্ষণ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ)

১৫৮২ খৃঃ টোডরমলের সময়ে ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে—

প্রাচীন গঙ্গা,—টোডর মলের সময়ে জান্নগর হইতে (বিদ্যানগর, রাতুপুর ও চাঁপাহাটীর) অংশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে বাবলারির পশ্চিম দিয়া শ্রীরামপুর ও কোবলার পশ্চিম দিয়া দক্ষিণবাহিনী রূপে সমুদ্রগড়ের উত্তরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন। বিদ্যানগর ও চাঁপাহাটীর মধ্যবর্ত্তী পরিত্যক্ত গঙ্গার খাদ "চাঁদের বিল" নামে পরিচিত আছে। গঙ্গা, গৌরাঙ্গের সময়ে জান্নগরের ও বিদ্যানগরের পূর্ব্ব দিয়া দক্ষিণ বাহিনী ছিলেন। উহা ভরাট্ হইয়া, "আদি গঙ্গার খাদ," বলিয়া এখনও বিখ্যাত। কালক্রমে জান্নগরের পূর্ব্ব হইতে গঙ্গার নূতন প্রবাহ শ্রীরামপুরকে দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাখিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সমুদ্র গড়ে প্রাচীন গঙ্গার সহিত মিলিত হন। তাহা ভরাট্ হইয়া "ভাগীরথীর খাদ" বলিয়া পরিচিত। উহারই পূর্ব্ব তীরে বাবলারী, মালঞ্চপাড়া ও পাবডাঙ্গা বর্ত্তমান থাকিয়া নদীয়া জিলা ও বর্দ্ধমান জিলা দুইটীর সীমা রক্ষ করিতেছে। ইহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের ঘটনা। (১৭৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত)

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরে পুনরায় ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বস্থলী ও শঙ্করপুর গঙ্গার পশ্চিমে। বৈকণ্ঠপুর ও মাথাপুর দক্ষিণে। বারকোণ

ঘাট হইতে নবদ্বীপ সহর পশ্চিমে রাখিয়া কোলেরগঞ্জের উপর দিয়া গঙ্গা দক্ষিণ বাহিনী হন। জালুইডাঙ্গাকে পশ্চিমে আর ঘোলাপাড়াকে পূর্ব্বে রাখিয়া গঙ্গা দক্ষিণ বাহিনী। বর্ত্তমান কালেও এই অবস্থায় গঙ্গা প্রবাহিতা দেখা যায়। (১৯৩৭ খৃঃ পর্য্যন্ত)

নদীয়া নগরের চতুর্দ্দিকে পাঁচটী পরগণা। নদীয়ানগরের উত্তরে বাগোয়ান পরগণা। তদন্তর্গত গ্রাম:—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, নিদয়া, ভারুইডাঙ্গা, বামুন-পুকুর বা সিমুলিয়া, বল্লালদীঘি, শ্রীনাথপুর, গঙ্গানগরের চড়া ও মোল্লাপাড়ার মাঠ প্রভৃতি।

পূর্ব্বে—উখরা পরগণার গ্রাম, গাদিগাছা, মাজিদা, ব্রাহ্মণপুরা, হাটডাঙ্গা ও সাতকুলিয়া।

দক্ষিণে—রাণীরহাটী ও সাতসৈকা পরগণা। তদন্তর্গত গ্রাম,—কাঞ্চনতলা, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী, রাতুপুর বা রাহুতপুর।

পশ্চিমে—কুবাজপুর পরগণা। তদন্তর্গত গ্রাম,—বিদ্যানগর, আত্মপাড়া, জান্নগর, মাউগাছি বা মাম্‌গাছি, বৈকুণ্ঠপুর, মহৎপুর বা মাথাপুর।

এই পাঁচটী পরগণা নদীয়া নগরের চারিদিকে অবস্থিত। কালক্রমে অষ্ট-ক্রোশী নদীয়ানগর উখরা পরগণার সামিল হইয়া "তরফ নদীয়া" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুবা বাঙ্গলার বর্ণনায় টোডরমলের সময়ে ১৫৮২ খৃঃ উক্ত "তরফ নদীয়ার" উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান কালে "তরফ নদীয়ায়" এই স্থানগুলি আছে। (১৯২০ সালের সরকারি জরিপি রেকর্ড দ্রষ্টব্য) স্থানগুলি এই:—

তরফ নদীয়ার গঙ্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্রপুরের চড়া ("প্রাচীন মায়াপুর" এই নাম ১৯৩৫ খৃঃ জরিপি রেকর্ডে পাওয়া যায়) উহাই,—শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান। দেওয়ানগঞ্জ (বাবলারি), নবদ্বীপ বা নদীয়ানগর, চিনাডাঙ্গা, পারডাঙ্গা, (এই

দুই স্থানের উপরই বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর), তেঘরি পাড়া (ই, আই, রেলষ্টেশন নিকট), মহীশুরা, কালীনগর ও গদখালির চড়া।

তরফ নদীয়ার উত্তরে—গঙ্গানগর।

পূর্ব্বে—গাদিগাছা, মাজিদা ও হাটডাঙ্গা।

দক্ষিণে - বুড়ীগঙ্গা (সাতকুলিয়ার নিকট)।

পশ্চিমে—আদি গঙ্গার খাদ (বিদ্যানগর নিকট)।

নদীয়ানগরের উত্তরে বাগোয়ান ও পূর্ব্বে উথ্‌রা পরগণা, এ দুইটী নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

নদীয়ানগরের দক্ষিণে রাণীরহাটী, ও সাতসৈকা পরগণা। পশ্চিমে কুবাজপুর পরগণা। এই তিনটী পরগণা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত।

১৪৮৫-১৯৩৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ৪৫২ বৎসর মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মভূমি সংক্রান্ত শ্রীমন্দির ও বিভিন্ন সময়ে প্রবাহিত গঙ্গার চিত্র।
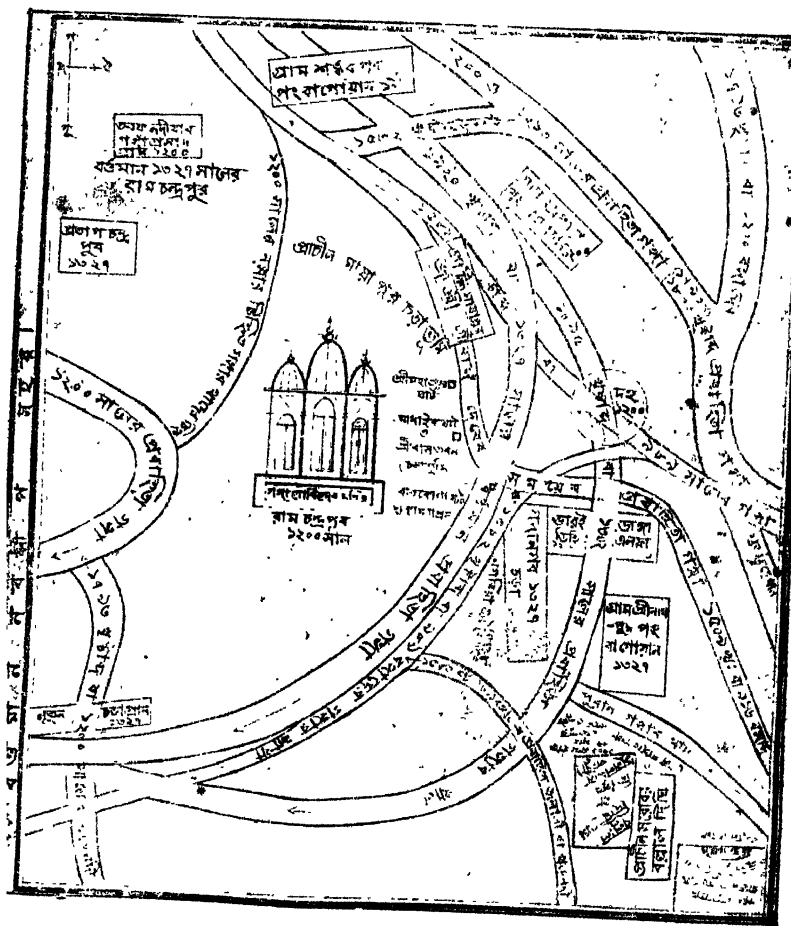
উপসংহার

শ্রীগৌরাঙ্গদেব মায়াপুর, নবদ্বীপ বা নদীয়ানগর বা অন্তর্দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মায়াপুর নবদ্বীপের মধ্যে, নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। **জন্মভবন "মায়াপুর"**। শ্রীগৌরাঙ্গদেব মায়াপুরের যে নিম্ববৃক্ষের নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, সেই বৃক্ষের দ্বারা মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় দারুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিত্যসেবা করিতেন। ভক্ত রাজা বীরহাম্বির ঐ স্থানে কাল পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন। কালক্রমে ঐ স্থান গঙ্গার গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে উক্ত শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হন। ঐ কাল পাথরের মন্দিরের একখণ্ড এখনও নবদ্বীপে মহাপ্রভুপাড়ায় মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত আছে। মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে ভাগীরথী যখন সরিয়া গেলেন তখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐ স্থানে ৬০ ফিট্ উচ্চ মূল্যবান্ মন্দির করেন। সেই মন্দির কালক্রমে গঙ্গাগর্ভস্থ হয় এবং পুনরায় গঙ্গার জল কমিয়া গেলে ১২৭৯ সালে (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে) নবদ্বীপের পণ্ডিত ও জনসাধারণ গঙ্গাগর্ভে ঐ মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এখন ঐ মন্দির নবদ্বীপের উত্তরস্থিত চরভূমিতে ২০ হাত মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত।

মন্দির উদ্ধার করিতে হইলে জমি ক্রয় ও খনন কার্য্যে অর্থ আবশ্যক। মন্দির উদ্ধার জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়া রেজিষ্টারি হইয়াছে। সরকার জমি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তজ্জন্য ২৯৮৪৲ টাকা জমা দিলে জমি সংগ্রহ (acquire) করা যায়। তার পরে খনন কার্য্যেও ব্যয় আছে। শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণের শ্রদ্ধা দ্বারা শ্রীভগবৎ কৃপার উদয় হইলে, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হইবে। তাঁহার ইচ্ছায় যে অর্থ বর্ষিত হইবে, তাহার দ্বারা ভক্তের ইচ্ছা, ভক্তের ভগবান্ পূর্ণ করিবেন। নিবেদন ইতি ২৩এ জুলাই ১৯৩৭, ৭ই শ্রাবণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।